Oregel
REMOVES TOXINS FROM THE BODY ALOEVERA JUICE

ওরিজেলে সম্মিলিত প্রাকৃতিক শুদ্ধ এলোভেরা জেলকে সারা বিশ্বে বিভিন্ন শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আশ্চর্য ফললাভের সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা এলোভেরার ঔষধি গুণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসায় এর প্রয়োগ করে আসছেন। প্রাচীন গ্রন্থ এবং বেদে বর্ণিত এলোভেরা বারবেন্ডিসাস কাঁটাওয়ালা মোটা চওড়া সবুজ পাতা বিশিষ্ট চারাগাছ। পাতার ভেতরে হাল্কা সবুজ রঙের মৃদু গন্ধ যুক্ত জেল সামান্য জুসের সঙ্গেও ব্যবহার করা যায়, এতে এর গুণগত মানের কোনো হেরফের হয় না। ওরিজেলে সম্মিলিত প্রাকৃতিক শুদ্ধ এলোভেরা জেল-এ অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ সক্রিয় ঔষধি উপাদান সহ অনেক প্রয়োজনীয় খনিজ, এমিনো অ্যাসিড, ভিটামিন্স ইত্যাদি সম্মিলিত হয়।

গুণাবলী ঃ ওরিজেল-এ সম্মিলিত এলোভেরা অতি উত্তম এ্যান্টি-বায়োটিক, এ্যান্টি-এলার্জিক, এ্যান্টি-ভাইরাল, এ্যান্টি-টক্সিক, এ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং এ্যান্টি অক্সিডেন্ট ইত্যাদি গুণে ভরপুর। এটি নানাপ্রকার শারীরিক, আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অঙ্গের রোগের চিকিৎসায় সহায়ক। এটি শারীরিক অসুস্থতা দূর করে শরীরে নতুন শক্তি ও স্ফূর্তি উৎপন্ন করে। নিম্নলিখিত রোগের জন্য এলোভেরা জেল অত্যন্ত লাভজনক।

মধুমেহ ঃ ওরিজেলে মিশ্রিত এলোভেরার উপাদান অগ্নাশয়ের কার্যপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে। যার ফলে রক্ত ও প্রস্রাবে সুগারের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে সাহায্য করে। এটি অগ্নাশয়ে ইনসুলিন উৎপন্ন করাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে যাতে সুগারও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এইজন্য সুগারের রোগীর ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং লিভার ও কিড্নির কোনো ক্ষতি হয় না। সুগারের রোগীর জন্য এলোভেরা অত্যন্ত লাভজনক।

হৃদযন্ত্রের জন্য ঃ ওরিজেল নিয়মিত ব্যবহার করলে ব্লাড সার্কুলেশন এবং কার্ডিয়ো ভাস্কুলার প্রণালীর ক্রিয়া ঠিক হয়ে যায়। এটি রক্ত থেকে এল.ডি.এল. কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে উপকারী এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরলের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হওয়ার দরুণ হৃদযন্ত্রের কার্যপ্রণালী এবং গতিকে স্বাভাবিক করে যাতে হৃদযন্ত্রের কোষগুলো শক্তিশালী হয় এবং এম্যাইনো এ্যাসিডের জন্য কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটস্ রক্ত-কোষে জমা হতে পারে না। তাই রক্ত কোষগুলোতে শুদ্ধ এবং সুস্থ রক্তের সঞ্চালন নিয়মিত থাকে যাতে হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হয়।

ব্যাথার জন্য ঃ ওরিজেলে ফোলা এবং ব্যথানাশক উপাদান থাকার দরুণ জয়েন্ট ও হাঁটুর ফোলা কমে যায় এবং ব্যথাও সেরে যায়। এলোভেরা জেল ত্বকের গভীরে পৌঁছে যাওয়ার মতো গুণসম্পন্ন হওয়ার দরুণ ব্যথার জায়গায় ভিতরের কোষগুলোতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে ব্যথা সারিয়ে তোলে।

ত্বকের পরিচর্যা ঃ এগজিমার উপর ওরিজেল লাগিয়ে পট্টি বেঁধে রাখলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। এটি স্কিন এলার্জি, সংক্রমণ এবং চুলকানিতে বিশেষ লাভদায়ক। পুড়ে যাওয়া বা কেটে যাওয়া স্থানে লাগিয়ে দিলে ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এলোভেরা জেল ত্বকের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে সারিয়ে তোলে তাতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে। এটি ত্বকের স্ট্রেচ্ মার্ক দূর করতে, রোদ থেকে বাঁচাতে সান-স্ক্রীন রূপে, শুষ্ক ত্বকের জন্য ময়েসচারাইজার রূপে বলিরেখা এবং ত্বকের নির্জীব ভাব দূর করতে সক্ষম। ওরিজেলে সম্মিলিত এলোভেরা ত্বকের গভীরে গিয়ে জীবাণু এবং তৈলাক্তভাব দূর করে লোমকূপগুলোকে পরিষ্কার করে দেয় যাতে ব্রণ-ফুস্কুরি হতে পারে না। চুলের রুক্ষতা কমে গিয়ে চুল সুন্দর, ঘন ও চকচকে হয়।

রক্ত সঞ্চালন প্রণালী ঃ ওরিজেলে সমৃদ্ধ ভিটামিনের জন্য জীর্ণ রক্ত ধমনিগুলি শক্তিশালী হয়। যাতে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়। এটি নিয়মিত সেবন করলে রক্তে প্লেটলেটস্ এবং লোহিত কণিকার মাত্রা বেড়ে যায়। এটি বর্জ্য পদার্থ বের করে রক্তকে শোধন করে। এই শুদ্ধিকরণের ফলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে এবং শরীর সুস্থ থাকে।

পাচন ক্রিয়া ঃ ওরিজেল পেটে উৎপন্ন অম্লভাব হ্রাস করে। অন্ত্রের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। যেমন-গ্যাসট্রিক, আলসার, কোলাইটিস, ইরিটেবল বউল ইত্যাদি। পাচন প্রক্রিয়াকে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে পেট ও অন্ত্রে শক্তি প্রদান করে যার জন্য এর খনিজ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেটস্ এবং ভিটামিনসকে হজম করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শের মতো বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ক্ষুধা বেড়ে যায়।

লিভার ঃ এলোভেরা লিভারের সংক্রমণ এবং লিভার বড় হওয়া রোধ করে। কোনো কারণবশতঃ পেটে বেশিমাত্রায় মদ চলে গেলে লিভারকে রক্ষা করার জন্য এলোভেরা অতি উত্তম ঔষধি-রূপে কাজ করে। এটি লিভারকে জন্ডিস এবং হেপাটাইটিস থেকে রক্ষা করে দুর্বলতা দূর করে। লিভারের কোষগুলিকে পরিষ্কার ও সুস্থ রাখে।

মূত্র-প্রণালী ঃ ওরিজেল সেবন করলে কিডনির কার্যপ্রণালী স্বাভাবিক হয়। এতে শারীরিক মাংসপেশীতে জমা হওয়া অতিরিক্ত আম্লিক জল বের করে দেয়। প্রস্রাব কম বা বেশি হওয়া অথবা মূত্র- প্রণালীতে কোনো বাধার সৃষ্টি হওয়া, পাথর হওয়া বা ডায়ালিসিস চলছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভজনক। শরীর থেকে কফ ও পিত্ত দোষ বিনাশ করে যাতে রাত্রে সুনিদ্রা হয়।

শিশুদের জন্য ঃ ওরিজেল শিশুদের শরীরে মেটাবলিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করে যাতে রক্ত বিশুদ্ধ হয়ে লিভারকে শক্তিশালী করে। পাচন-প্রক্রিয়া সুচারু রূপে হয় এবং শিশুদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। শারীরিক অস্বস্তি দূর হয় এবং ডাইপার থেকে হওয়া উপসর্গ সেরে যায়। ত্বক নরম ও সুস্থ হয়। মূত্র-প্রণালীকে ঠিক করে দেয়, যাতে শিশুরা রাতে বিছানায় প্রস্রাব না করে এবং সুনিদ্রা হয়।

আধুনিক সময়ানুসারে দৌড়-ঝাঁপে ভরা জীবনযাত্রা এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য উৎপন্ন অবসাদ এবং অবসাদ জনিত অন্যান্য সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওরিজেল অত্যন্ত কার্যকরী। এটি পর্যাবরণীয় প্রদূষিত জলবায়ু থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ এবং জীবাণুর কু-প্রভাব শরীর থেকে দূর করতে এবং শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সুস্থ রাখার জন্য ওরিজেল অত্যন্ত লাভদায়ক। ওরিজেল প্রতিদিন সেবন করলে আমাদের শরীরের পৌষ্টিক উপাদানের ঘাটতি পূরণ হয়। চিকিৎসক দ্বারা পরামর্শ দেওয়া কোনো বিশেষ রোগের ঔষধের সাথেও ওরিজেল ব্যবহার করলে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না। এসব কথা মাথায় রেখে শরীরকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে নিয়মিত ওরিজেল সেবন করুন এবং জীবনকে আনন্দময় করে তুলুন।

অ্যালোপিওর ক্যাপসুল

বিশুদ্ধ অ্যালোভেরা সমৃদ্ধ অ্যালোপিওর ক্যাপসুল বিভিন্ন ঔষধিগুণ সম্পন্ন আয়ুর্বেদিক জড়ি-বুটির সংমিশ্রণে তৈরি এমন একটি অনন্য উপাদান যা শরীরের বিভিন্ন উপসর্গ সারিয়ে তুলতে অত্যন্ত কার্যকরী।

গুণাগুণ ঃ-

- প্রদাহ এবং ব্যাথা দূর করে।
- ডাইরিয়া, খিঁচুনী, গ্যাস ইত্যাদি পেটের যাবতীয় সমস্যা নিরাময় করে।
- প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং ভাইরাস ও জীবাণুঘটিত যে কোনো রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে।
- এটি শরীরের পরিস্করণ প্রতিনিধিরূপে কাজ করে।

সেবন বিধি ঃ ১টি করে দিনে দুবার খাবার পরে জল অথবা দুধের সাথে।

পরিমান ঃ ৬০টি ক্যাপসুলের কৌটোয় পাওয়া যায়।